জানা ফরজ

কাউলুচ্ছাদিদ্

স্বপ্নের পীরালীর ইতিহাস
ও
ঈমানের সর্বনাশ

মাওলানা রেজভী সুন্নী-আল্-কাদেরী
সাং- সতরশ্রী, ডাকঘর-রেজভীয়া এতিমখানা,
জিলা- নেত্রকোণা।

প্রকাশকাল :
১৩ই মার্চ, ১৯৯৪ ইং
২৮শে ফাল্গুন, ১৪০০ বাং
৩০শে রমজান, ১৪১৪ হিঃ

হাদিয়া- ৫'০০ টাকা।

pdf by : Mohammad Abdul Awal
সকলের নিকট দু'আ প্রার্থী
Mobile : 01745-335634

হে প্রিয় ঈমানদার সুন্নী মুসলমান ভাইগণ !

কালেমায়ে কুফর অর্থাৎ কুফুরী কথা যার দ্বারা মুসলমান কাফের হয়—জানা একান্ত দরকার। কেননা, জানা থাকিলে জান দিতেও রাজী হইবে, কিন্তু কুফুরী কথা বলতে রাজী হইবে না। অজানা বশতঃ কুফুরী কথা বলিলেও কাফের হইয়া যাইবে। কেননা, জানা ফরজ ছিল, জানিল না কেন ? যেমন—অজানা অবস্থায় বিষ খাইলে মরিতে হয়, ক্ষমা হয় না। অতএব, যে সমস্ত কথায় ও কর্মে হুজুর নূরে খোদা ছল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামার শানে সামান্য বেয়াদবী প্রকাশ পায় উহাই কুফুরী কালাম অর্থাৎ কুফুরী কথা। যেমন- হুজুরে পাকের চুল। এখানে 'মুবারক' শব্দটি ব্যবহার না করায় বেয়াদবী প্রকাশ হইয়াছে - ইহাতে কাফের হইবে (মালাবুদ্দা মিনহু দ্রষ্টব্য)। তদ্রূপ, হুজুর নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার চুল মুবারক, পেশাব মুবারক, পায়খানা মুবারক, বলিতে হইবে এবং আরও বলিতে হইবে— হুজুরে পাকের জুতা মোবারক, জুব্বা মুবারক, হাত মুবারক, পা মুবারক, দেহ মুবারক, চেহেরা মুবারক ইত্যাদি - এইরূপ হুজুরে পাকের সর্ব বিষয় ও বস্তুর উল্লেখ করিতে পরিপূর্ণ আদাব ও সম্মান রক্ষা করিতে হইবে ; নচেৎ ঈমান বরবাদ হইয়া যাইবে, মুসলমানী খতম হইয়া যাইবে। হে আল্লাহ্ ! সুন্নী মুসলমান নর-নারীর ঈমানকে হেফাজ করুন ! আমীন !

———

স্বপ্নের দীবালী—ভণ্ডামী ও গুরুতর কুফুরী

হিন্দুস্থানে রায় বেরিলী নামক জিলায় ছৈয়দ আহমদ নামে এক ব্যক্তি ছিল। তার স্বপ্ন বৃত্তান্ত 'ছিরাতে মোস্তাকীম' নামক কিতাবের ২২১ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে। ইহাতে বহু স্বপ্নের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করিতেছি। ১নং—ছৈয়দ আহমদ এক রাত্রে স্বপ্নে রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে দেখে যে রাছুলে খোদা আলাইহি ছাল্লাম আসিয়া তাহাকে তিন বারে তিনটি খুরমা খাওয়াইয়াছেন। ঘুম হইতে জাগিয়া দেখে যে, খুরমার চিহ্ন তাহার মুখে লাগিয়া রহিয়াছে এবং এই স্বপ্নের দ্বারা 'প্রাথমিক নবুওয়তের' রাস্তা তাহার হাছেল হইয়াছে। ২নং—অতঃপর একদিন স্বপ্নযোগে দেখে যে, হজরত আলী (রাঃ) এবং ফাতেমা (রাঃ) আসিয়াছেন এবং তাঁহারা উভয়ে ছৈয়দ আহমদ বেরলুভীকে খুব ভাল ভাবে গোছল করাইছেন—যেমন মা-বাপ নিজ হাতে সন্তানকে উত্তমরূপে গোছল করায়। তারপর হজরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আন্হা ছৈয়দ আহমদকে অতি মূল্যবান পোশাক নিজ হাতে পরাইয়াছেন। এই ঘটনার ফলে 'নবুওয়তের রাস্তার পূর্ণ কামালিয়াত' তাহার অর্জিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশুমার ঘটনা ঘটিয়াছে। ৩নং—আর একদিন স্বপ্নযোগে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক ছৈয়দ আহমদের ডাইন হাতে আল্লাহর হাত মুবারকের দ্বারা ধরিলেন অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক ছৈয়দ আহমদের সহিত মুছাফাহ্ (হ্যাণ্ডসেইক) করিলেন। তারপর আল্লাহ্ পাকের অফুরন্ত নিয়ামতের ভাণ্ডার হইতে বহু বহু

নিয়ামত ছৈয়দ সাহেবের সামনে রাখিয়া বলেন—'আজ এই পর্য্যন্ত দিলাম, পরে আরও দিব।' কিছুদিন পর এক ব্যক্তি ছৈয়দ আহমদের নিকট মুরিদ হওয়ার জন্য আবেদন জানাইলে ছৈয়দ সাহেব বলে—এখন তোমাকে মুরিদ করিব না। লোকটি খুবই জোর দাবী করিলে ছৈয়দ সাহেব বলিল - ২/১ দিন অপেক্ষা কর, তারপর চিন্তা করিব। তখন ছৈয়দ আহমদ খেলাফতির জন্য আল্লাহর দিকে ফিরিয়া বসিল এবং আল্লাহর কাছে বলিল—হে আল্লাহ! তোমার বান্দাদিগের মধ্য হইতে এক বান্দা আমার নিকট মুরিদ হইতে চায়, এখন কি করা? আপনি যেহেতু আমার হাত ধরিয়া আমাকে মুরিদ করিয়াছন, কাজেই আপনার আদেশ ব্যতীত আমি মুরিদ করিতে পারিব না। তখন আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে আদেশ হইল যে ব্যক্তি তোমার হাতে মুরিদ হইবে সে ব্যক্তি যত পাপই করুক না কেন তাহাকে মাফ করিয়া দিব। এই ধরণের শত শত ঘটনা ঘটিয়াছে যেন নবুওয়তের রাস্তার পূর্ণ কামালাত অতি উচ্চ মর্য্যাদায় পৌঁছে। ছৈয়দ আহমদ বেলায়েতের রাস্তা অতিক্রম করিয়া নবুওয়তের উচ্চ রাস্তায় পৌঁছিয়াছে ঐ ছৈয়দ আহমদ বেরিলুভী আর ছিরাতে মোস্তাকীম নামক পুস্তকের ১১৮ পৃষ্ঠায় বলেছে—'নামাজের মধ্যে যিনার ধারণা করা যায়, বিবির সঙ্গে সহবাসের ধারণা বেশী ভাল, ঐ নামাজে গরু-গাধার ধারণাও করা যায়, কিন্তু রাসুলে পাকের ধারণা যদি আসিয়া যায় তবে গরু-গাধা, যিনা-সহবাসের ধারণা হইতে নিকৃষ্ট এবং নামাজী মুশরিক হইয়া যাইবে। এক্ষণে, হে ঈমানদার মুসলমান ভ্রাতৃগণ! ইনসাফের সহিত বিচার করুন। এই কথার দ্বারা সমস্ত ছাহাবায়ে কেরামকে কাফের-মুশরিক বানাইয়া ফেলিল কিনা, এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুমিন-মুসলমানকে কাফের-মুশরিক

হইবার ফতুয়া জারি করিল কিনা? কেননা, নামাজের মধ্যে 'আত্তাহিয়্যাত' পাঠ কালে—আচ্ছালামু আলাই কা আইয়্যুহান্নাবীয়ু পাঠ কালে অবশ্যই রাসুলে পাকের খেয়াল আসে, নচেৎ 'আইয়্যুহান্নাবীয়্যু' শব্দ উচ্চারণের সময় কি গরু-গাধার ধারণা করিবে? তাহা হইলে তো 'ডাবল কাফের' হইবে। কোরআনে এমন কোন আয়াত বা শব্দ নাই যাহাতে 'নবী' আলাইহিচ্ছালাম মওজুত নাই। এখন নামাজ পড়ার উপায়কি? এই সমস্ত জঘন্য কুফুরী আকীদার কারণে ছৈয়দ আহমদ বেরলুভীকে বিশ্বের অদ্বিতীয় আলেম ইমামে আহলুছ্ ছুন্নাত ওয়াল জামায়াত শায়খ আহমদ রেজা খান বেরিলুভী রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি ১৪০০ শত কিতাব লিখিয়াছিলেন এবং যিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ছিলেন তিনি তাঁহার 'মলফুজাত' শরীফে লিখিয়াছেন—ছৈয়দ আহমদ নিঃসন্দেহে কাফের, তাহাকে যাহারা কাফের না জানে তাহারাও কাফের। অতঃপর তারই দলীয় লোক পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জিলার কাদিয়ান গ্রামের বড় মাওলানা দেওবন্দ মাদ্রাসা পাশ মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নবুওয়তের দাবী করিয়াছে রাসুলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে 'খাতামুন্নাবীয়িন' বা শেষ নবী স্বীকার না করায় উলামায়ে দেওবন্দীগণও ফতুয়া দিয়াছেন যে, শুধু মির্জা গোলাম নহে তার দলবলও কাফের - অনন্তকাল জাহান্নামী। অতএব, ছৈয়দ আহমদের কুফুরীর কারণে কেবল ছৈয়দ আহমদ একাই কাফের নহে—তাহার দলীয় লোকেরাও সেই কুফুরীর ফতুয়া হইতে কিরূপে বাঁচিয়া যাইবে? জৌনপুরী, ফুরফুরা, শখিণা, সোনাকান্দা ইত্যাদি ছৈয়দ আহমদের ছিলছিলাহ্ভুক্ত নয় কি? তাহাদের শাজরায় ছৈয়দ আহমদের নাম বাদ পড়িয়াছে নাকি?

বায়াতে রাসুল কোরআন-হাদিস দ্বারা উজ্জল প্রমাণ রহিয়াছে। বায়াতে রাসুল সুন্নাত—সুন্নাতে মুতাওয়ারেছা। উক্ত ছৈয়দ আহমদ বেরলুভী নবীজীর সুন্নাত 'বায়াতে রাসুল' ভঙ্গ করিয়া বেদআতী বায়াত 'বায়াতে শায়খ' জারী করিয়াছে। এমন কি, ছৈয়দ আহমদ হইতে এই পর্য্যন্ত তার দলীয় নামদারী পীর সাহেবরা উক্ত বায়াতে শায়েখের বেদআত চালু রাখিয়াছে এবং তরিকায়ে মোহাম্মাদীয়া জারী করিয়াছে। তরিকায়ে মোহাম্মাদীয়ার প্রবর্তক ছৈয়দ আহমদকে মক্কা শরীফে ওহাবী প্রমাণিত হইলে বাদশাহ্‌র আদেশে জেলখানায় রাখা হয় এবং কঠোর ভাবে শাসাইয়া বেত্রাঘাত করতঃ পবিত্র ভূমি মক্কা হইতে বহিঃষ্কার করিয়া দেওয়া হয়। আর ছৈয়দ আহমদ তার সঙ্গীদিগকে ওহাবী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। প্রমাণ স্বরূপ 'জখিরায়ে কেরাতম' ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য। আবদুল ওহাব নজদীর পুত্র মোহাম্মদের নামে 'আউর মোহাম্মাদীয়া' বলিয়া তরিকার নামে সরল প্রাণ মুসলমানদিগকে ঈমান-হারা করিতেছে। প্রকৃত পক্ষে, কোন তরিকায়-পীরি-মুরীদি চলে না। মুরীদ হইতে হয় হয় রাসুলে পাকের নামে এবং কোন একটি তরিকা গ্রহণ করিতে হয় বা গ্রহণ করা যায়। শাহ ওয়ালিউল্লাহ্‌ দেহলুভী (রাঃ)-এর বিখ্যাত কিতাব আল্‌-কাওলুল্‌ জামীল দ্রষ্টব্য।

নিম্নে আরও কতিপয় জরুরী বিষয় উল্লেখিত হইল ঃ –

১। জুম্মার নামাজের আজান অর্থাৎ ছানী আজান মসজিদের দরওয়াজায় উচ্চ আওয়াজে দেওয়া সুন্নাতে রাসুল ও সুন্নাতে খোলাফায়ে রাশেদীন—কোরআন-হাদিস দ্বারা উজ্জল প্রমাণিত। ইহার বিপরীত আমল মস্‌জিদের ভিতরে আজান দেওয়া এজিদি প্রথা হারাম ও বেঈমানী।

২। ইসলামী গান-বাদ্য অর্থাৎ ছেমা-কাওয়ালী সীমা লংঘন না করিলে সুন্নত ; বহু বহু দালায়েল রহিয়াছে।

৩। বিবাহের মধ্যে অনেকগুলি ঢোল বাজান এবং গান করা শুধু জায়েজই নহে বরং করিতেই হইবে ; কেননা ; রাসুলে পাক আদেশ করিয়াছেন ছহি হাদিস দ্বারা প্রমাণ রহিয়াছে।

৪। ঈমানদার যদি হঠাৎ গোনাহ করে তবে উহা নেকিতে পরিণত হয়—আশরাফুত তাফাছীর।

৫। বেঈমান নামাজ রোজা করিলেও গোণাহ হয়—আশরাফুত তাফাছীর।

৬। ইমামতি করিয়া বেতন লওয়া হারাম।

৭। আল্লাহ-রাসুল দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য সূর্য্য ও কিরণের ন্যায়। সূর্য্যের কিরণ সূর্য্য নহে, কিন্তু সূর্য্য হইতে জুদাও নহে। তেমনি ভাবে রাসুলে পাক আল্লাহ্‌র জাতের জ্যোতি। হুজুরপোর নূর আলাইহিচ্ছালামকে মাটির মানুষ কিংবা আমাদের মত সাধারণ মানুষ যারা বলে তাহারা কাফের ও মুনাফিক—কাফেরের চাইতে নিকৃষ্ট।

৮। যাহারা পীরালীর ব্যবসা করে অথচ কোরআন-হাদিছের জ্ঞান নাই, নবীজীর সুন্নাতের উপর আমল নাই, মেয়ে-লোকের খেদমত লয় ; পরদা-পুশিদার ধার ধারে না, শরা-শরীয়ত মানে না—এরা পাক্কা ভণ্ড, ইসলামের শত্রু। দেশে ইসলামী শাসন কায়েম থাকিলে এসব ভণ্ডরা শিয়াল-কুকুর ও কাকের খাদ্যে পরিণত হইত ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৯। মাইক যোগে এবাদত তথা নামাজ, আজান ও কোরআন

তেলাওয়াত করা হারাম। যে ইমাম মাইক যোগে নামাজ পড়ে তার পিছনে নামাজ পড়া হারাম। প্রমাণ — কোরআন ও হাদিস।

১০। যাহারা আওলাদে রাসুল নয়, আওলাদে রাসুল দাবী করে তাহারা হারামজাদা।

১১। যাহারা কোরাইশী নয়, পরকাল বিক্রি দেয় দুনিয়ার স্বার্থের জন্য তাহারাও হারামজাদা বৈরাগী।

———